রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ১০, ২০২২

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/৩১ মার্চ, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও, নং ৮৭-আইন/২০২১।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭, ধারা ৪৩ এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই প্রবিধানমালা নিম্নমানের, ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার প্রবিধানমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ;

মূল্য : টাকা ১২.০০

(গ) "খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার" অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন নির্ধারিত মানদণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে না অথবা উহাতে কোনো দূষক, তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত, বিকিরণযুক্ত বা অন্য কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য বাজার, সংরক্ষণাগার, সরবরাহ শৃঙ্খল বা ভোক্তার নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অপসারণ;

(ঘ) "খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রত্যাহার" অর্থ যে সকল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ বা বিক্রয় করা হইয়াছে, সেইগুলির ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন নির্ধারিত মানদণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে না অথবা উহাতে কোনো দূষক, তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত, বিকিরণযুক্ত বা অন্য কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে এইরূপ খাদ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ, মজুদ, বিক্রয় বা ব্যবহার হইতে বিরত থাকা এবং বিপণনকৃত উক্ত খাদ্য বাজার, সংরক্ষণাগার, সরবরাহ শৃঙ্খল বা ভোক্তার নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রত্যাহার;

(ঙ) "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার সম্পর্কিত কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(চ) "প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্য" অর্থে কর্তৃপক্ষ বা খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রত্যাহার ঘোষিত অনিরাপদ, ঝুঁকিপূর্ণ, নিম্নমানের বা নিরাপদ খাদ্য আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন নির্ধারিত মানদণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে না এইরূপ খাদ্যকে বুঝাইবে এবং প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্যের ব্যাচ বা লট নম্বর, বারকোড বা কিউআরকোড, উৎপাদন, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ও ব্রান্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) "প্রত্যাহারকারী খাদ্য ব্যবসায়ী" অর্থ প্রত্যাহার কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী খাদ্য ব্যবসায়ী; এবং

(জ) "সরবরাহ শৃঙ্খল" অর্থ প্রক্রিয়াকরণ বা আমদানি পরবর্তী খাদ্যদ্রব্য ভোক্তার নিকট পৌঁছাইবার জন্য পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, পরিবেশক বা বণ্টনকারীর নিকট প্রেরণ, পাইকারি বিক্রয় ও খুচরা বিক্রয়ের ধাপ বা স্তরের সমষ্টি।

(২) এই প্রবিধানমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, তাহা আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইবে।

৩। অন্যান্য আইনের সম্পূরক।—এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার বিষয়ে আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধানাবলির সম্পূরক হিসাবে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার

৪। খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের সাধারণ শর্তাবলি।—খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবসায়ীকে নিম্নবর্ণিত সাধারণ শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) খাদ্যের বাংলাদেশ জাতীয় মান বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মান বা নিরাপদ মাত্রা বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রতিপালিত না হইলে তদবিষয়ে খাদ্য ব্যবসায়ী অবগত হইবার অথবা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাহার কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে;

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "বাংলাদেশ জাতীয় মান" অর্থে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১১) তে সংজ্ঞায়িত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড কে বুঝাইবে।

(খ) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে, যথা :—

(অ) বাংলাদেশ জাতীয় মান অথবা আন্তর্জাতিক মান অপেক্ষা নিম্নমানের খাদ্য বা খাদ্যে বিষাক্ত বা অননুমোদিত বা মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক বা মাত্রাতিরিক্ত অণুজীব বা ক্ষতিকর অণুজীব বা অন্য খাদ্য বিপত্তি (Food Hazard) এর উপস্থিতি যাহা স্বাস্থ্যঝুঁকি বা মৃত্যুর কারণ হইতে পারে;

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "খাদ্য বিপত্তি" অভিব্যক্তি অর্থে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা প্রতিকূল কোনো কারণের উদ্ভব করিতে পারে এইরূপ কোনো জৈবিক, রাসায়নিক বা ভৌত কারণে সৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত পদার্থের উপস্থিতি বা সৃষ্ট অবস্থা বুঝাইবে।

(আ) খাদ্য সম্পর্কিত ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান অথবা অননুমোদিত, মাত্রাতিরিক্ত বা ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হইতে পারে এইরূপ উপাদান (যেমন:—এন্টিবায়োটিক, অ্যালার্জেন, জিএমও, ইত্যাদি) ব্যবহারের তথ্য অঘোষিত রাখা বা গোপন করা; এবং

(ই) কারিগরি বা প্রক্রিয়া বিচ্যুতি যাহা খাদ্যকে অনিরাপদ করে বা বিপদের কারণ হইতে পারে বা স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

(গ) খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের সকল তথ্য, দলিলাদি ও এতৎসংক্রান্ত রিপোর্ট সংরক্ষণ করিতে হইবে; এবং

(ঘ) প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, বাজারজাত, বিক্রয় বা ব্যবহার না করিবার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে।

৫। প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্যের শ্রেণিবিন্যাস।—কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্যের নিম্নরূপ শ্রেণিবিন্যাস করিবে, যথা:—

(ক) খাদ্য শ্রেণি-১: প্রত্যাহারঘোষিত এইরূপ খাদ্যদ্রব্য যাহার সংস্পর্শে আসিলে বা গ্রহণের ফলে মারত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হইতে পারে বা মৃত্যুর কারণ হইতে পারে;

(খ) খাদ্য শ্রেণি-২: প্রত্যাহারঘোষিত এইরূপ খাদ্যদ্রব্য যাহার সংস্পর্শে আসিলে বা গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্যের অস্থায়ী বিরূপ পরিণতি ঘটিতে পারে; এবং

(গ) খাদ্য শ্রেণি-৩: প্রত্যাহারঘোষিত এইরূপ খাদ্যদ্রব্য যাহার সংস্পর্শে আসিলে বা গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্যের কোনো বিরূপ পরিণতি না ঘটিলেও খাদ্যটি দ্বারা আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন নির্ধারিত মানদণ্ড প্রতিপালিত হয় নাই মর্মে প্রতীয়মান হইলে।

৬। খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার পরিকল্পনা।—খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথা:—

(ক) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার ঘোষিত হইবার ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে খাদ্য ব্যবসায়ী একটি লিখিত পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন এবং উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(অ) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার সম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগের পদ্ধতি;

(আ) প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ শৃঙ্খলের পরিবেশক, মজুদকারী, সরবরাহকারী, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাসহ সকল বিতরণ ধাপের তালিকা;

(ই) দ্রুত ও কার্যকর প্রত্যাহার নিশ্চিতকল্পে সময়াবদ্ধ কর্মতালিকা এবং উহার বাহিরেও যে কোনো সময় খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার কার্যক্রম পরিচালিত হইবার নির্দেশনা;

(ঈ) প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্য পরিবহণ, বিতরণ, ফেরত আনা, ধ্বংস বা নিষ্পত্তিকরণ পর্যন্ত সংরক্ষণের স্থান নির্ধারণ; এবং

(উ) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার করিবার কৌশল ও ব্যাপ্তি নির্ধারণ।

(খ) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের অগ্রগতি এবং কার্যকারিতা মূল্যায়নের উপায় খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকিতে হইবে;

(গ) খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার কার্যকরকরণের সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিত ও দূষণ বা অনিরাপদ হইবার উৎস শনাক্ত করিতে হইবে; এবং

(ঘ) প্রত্যাহারের অগ্রগতি ও মূল্যায়ন রিপোর্ট খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার কার্য সম্পাদনের সময়সীমার মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার পদ্ধতি, সমন্বয়, তদারকি, ইত্যাদি

৭। **খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার পদ্ধতি।**—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো খাদ্যদ্রব্যের প্রত্যাহার নির্দেশিত বা খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক কোনো খাদ্যদ্রব্যের প্রত্যাহার ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের প্রত্যাহার শুরু করিতে হইবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের বিষয়টি খাদ্য ব্যবসায়ীকে অবগত করিবেন।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খাদ্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া প্রত্যাহার বিজ্ঞপ্তি, পরিকল্পনা ও প্রত্যাহার সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যাচাই করিবেন এবং, প্রয়োজনবোধে, সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাহারের কারণ, প্রত্যাহার কার্য সম্পাদনের সময়সীমা এবং প্রত্যাহারের ব্যাপ্তিসহ প্রত্যাহার কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে পেশ করিবেন।

(৩) খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রত্যাহার সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান এবং প্রত্যাহার বিজ্ঞপ্তি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথা:—

(ক) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:—

(অ) প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্যের পূর্ণ বিবরণ (খাদ্যদ্রব্যের নাম, ব্র্যান্ড ব্যাচ বা লট নম্বর, প্রত্যাহারকৃত খাদ্যের পরিমাণ বা সংখ্যা, প্যাকেট বা বাক্সের কোড, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং খাদ্যটি শনাক্তকরণে সক্ষম কোনো বার কোড বা কিউআর কোড) বা প্রাসঙ্গিক বর্ণনামূলক তথ্য;

(আ) প্রত্যাহারের কারণ সংশ্লিষ্ট বিবরণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য;

(ই) প্রত্যাহারকারী খাদ্য ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা;

(ঈ) প্রত্যাহারকারী খাদ্য ব্যবসায়ীর যোগাযোগের তথ্য (খাদ্য সরবরাহকারী, মজুদকারী, পাইকারি বিক্রেতার সহিত যোগাযোগের জন্য টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল, ফ্যাক্স);

(উ) প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ, বিতরণ বা ইতোমধ্যে অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য অপসারণ বা ধ্বংস এবং ব্যবহার বা গ্রহণ বন্ধ ও জব্দকরণের নির্দেশনা সম্বলিত তথ্যাদি;

(ঊ) প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করিলে ব্যবহারকারীর কোন ধরনের ক্ষতি হইতে পারে তাহার বর্ণনা এবং ক্ষতি প্রতিকার সম্পর্কিত তথ্যাদি।

(খ) খাদ্য ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তিতে কোনো অপ্রাসঙ্গিক তথ্য, বিবৃতি বা বিজ্ঞাপন অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে না এবং প্রত্যাহার সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত গোপন করিতে পারিবে না।

(গ) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা নিম্নবর্ণিত উপায়ে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, যথা:—

(অ) দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে গণবিজ্ঞপ্তি প্রদান;

(আ) টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ক্ষুদে বার্তা, টেলেক্স প্রেরণ;

(ই) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ;

(ঈ) অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশ;

(উ) মাইকিং, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ; এবং

(ঊ) বিশেষ বাহক মারফত বা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য উপায়ে তথ্য আদান প্রদান।

(ঘ) প্রত্যাহারকারী খাদ্য ব্যবসায়ী তাহার উৎপাদিত বা আমদানিকৃত খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের সকল ধাপে যোগাযোগ ও নজরদারির ব্যবস্থা করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার কার্যকর করিবেন।

(৪) প্রত্যাহারকারী খাদ্য ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের যে সকল স্থানে প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিয়াছেন উহার একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়া তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষ বরাবরে পেশ করিবেন এবং উক্ত তালিকায় নিম্নবর্ণিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে, যথা:—

(অ) প্রাপকের নাম ও ঠিকানা এবং প্রাপক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রাপক কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধি, কর্মকর্তা, কর্মচারীর যোগাযোগের তথ্য (নাম ও ঠিকানা, পদবি, টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল); এবং

(আ) খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ এবং প্রত্যেক প্রাপক বা সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রত্যেক ধাপের নিকট সরবরাহের তারিখ, খাদ্য ফেরত পাঠানো বা অপসারণের তারিখ, প্রাপ্তিস্বীকারপত্র।

(৫) খাদ্য ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের সকল দলিল, প্রমাণক ও তথ্যাদির সফটকপি ও হার্ডকপি সংরক্ষণ করিবেন এবং নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ যাচাই করিবেন, যথা:—

(অ) প্রত্যাহার সম্পন্নকৃত খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ বা সংখ্যা;

(আ) সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রত্যেক ধাপ কর্তৃক খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের তালিকা, ফেরত বা অপসারণকৃত খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ, খাদ্য প্রেরণ বা অপসারণের সময় ও তারিখ এবং সরবরাহ গ্রহণ বা ফেরতের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র;

(ই) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ, যোগাযোগের তারিখ ও পদ্ধতি (টেলিফোন, ফ্যাক্স অথবা ই-মেইল);

(ঈ) বিক্রয় বন্ধ, প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্য পৃথকীকরণ, অপসারণ, ফেরত প্রদান বা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রতিটি প্রত্যক্ষ সংযোগ বা পরিবেশক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ।

৮। কর্তৃপক্ষের সমন্বয়, তদারকি এবং কার্যকারিতা যাচাই।—খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপে সমন্বয়, তদারকি এবং কার্যকারিতা যাচাই করিবে, যথা:—

(ক) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবসায়ী এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধানাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করিয়াছেন কি না কর্তৃপক্ষ উহা যাচাই করিবে;

(খ) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের কার্যকারিতা যাচাই কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে, যথা:—

(অ) প্রত্যাহারের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক খাদ্য ব্যবসায়ী, পরিবেশক বা সরবরাহ শৃঙ্খলের অন্যান্য ধাপ সরেজমিনে পরিদর্শন এবং প্রত্যাহার সংশ্লিষ্ট তথ্য ও দলিলাদি যাচাই করা;

(আ) প্রত্যাহারকারী খাদ্য ব্যবসায়ীর সরবরাহ তালিকা পর্যালোচনা করা;

(ই) প্রত্যাহারকরণ পদ্ধতি ও পরিকল্পনায় কোনো সমস্যা বা অসংগতি রহিয়াছে কি না উহা মূল্যায়ন ও প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা;

(ঈ) খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া বা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি বা খাদ্য অনিরাপদ বা ঝুঁকিপূর্ণ হইবার কারণসমূহ সংশোধন করা হইয়াছে কি না উহা নিশ্চিত করা; এবং

(উ) ভবিষ্যতে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য উৎপাদন বন্ধ নিশ্চিত করা।

(গ) খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের যে সকল স্থানে বা প্রত্যক্ষ সংযোগ বা পরিবেশকের যে সকল এলাকা বা স্থাপনায় প্রত্যাহার কার্যক্রম অকার্যকর রহিয়াছে সেই সেকল স্থানে কর্তৃপক্ষ পুনরায় খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের নির্দেশনা প্রদান করিবে;

(ঘ) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী, সংস্থা, স্থানীয় সরকার, সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবে এবং, প্রয়োজনবোধে, তাহাদের সহযোগিতা গ্রহণ করিবে;

(ঙ) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষের দপ্তর, ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত থাকিবে যাহা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হইবে;

(চ) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার কার্যক্রম সম্পন্নের পর কর্তৃপক্ষের নিকট খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার কার্যক্রম সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে প্রত্যাহারকারী ও কর্তৃপক্ষের যৌথ সম্মতিতে খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটিবে;

(ছ) কর্তৃপক্ষ গণবিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার কার্যক্রম সমাপ্তির বিষয়টি জনগণকে অবহিত করিবে; এবং

(জ) প্রত্যাহারকরণ নোটিশ জারির পর যদি সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী প্রত্যাহার কার্যক্রম বিলম্বিত করে বা প্রত্যাহার করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে নিম্নমানের অথবা ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্যদ্রব্য মজুদ, বিপণন, সরবরাহ বা বিক্রয় করিবার অপরাধে আইনের তফসিল এর কলাম (৩) এ বর্ণিত এতৎসংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের দায়ে তিনি, ক্ষেত্রমত, কলাম (৪) এবং (৫) এ বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
বিবিধ

৯। অ-প্রযোজ্যতা।—Bangladesh Pure Food Rules, 1967 এর যে সকল বিধান এই প্রবিধানমালার বিধানের সহিত সম্পর্কিত তাহা এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রযোজ্য হইবে।

১০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd